তারিখ ... 28 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সমকাল

রাউজানের কদলপুর আইডিয়াল হাই স্কুলে আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘর দেখছে শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

রাউজানে স্কুল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

■ রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

জড়ো হওয়া একদল শিক্ষার্থী তাকিয়ে আছে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির দিকে। কারও মুখ গুমোট। কারও মুখে আফসোসের সুর। প্রতিষ্ঠানটিকে তিল তিল করে যারা গড়ে তুলেছেন তাদের মাথায় পড়েছে হাত। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মনে জন্মেছে ক্ষোভের আগুন। গতকাল শনিবার সকালে এমন দৃশ্যই দেখা গেছে উপজেলার কদলপুর আইডিয়াল হাই স্কুলের সামনে। গতকাল শনিবার সকালে এ স্কুলের বর্ধিতাংশ সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয় কিছু দুষ্কৃতকারী। বেড়া ও টিনশেডের স্কুলটির ছয়টি কক্ষ, টুল, বেঞ্চ, আসবাবপত্রসহ পুরো স্কুলটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। স্কুল পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় কদলপুরের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে। এ ঘটনার নিন্দা ও দুষ্কৃতকারীদের বিচার দাবি জানিয়ে হাফেজ বজলুর রহমান সড়কে প্রতিবাদ সভা করেছে স্কুল কমিটি, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনসাধারণ।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্কুলের নাইট গার্ড নূর হোসেন বলেন, 'শনিবার ভোরে স্কুলে এসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা শুরু করি। সকাল ৬টার দিকে স্কুলের পেছনে ঝাড়ু দিতে গেলে শুনি বিকট শব্দ। দৌড়ে এসে দেখি স্কুলের ছয় কক্ষের ঘরটি পুড়ে যাচ্ছে। জনগণ আগুন নেভানোর চেষ্টা করার আগেই স্কুলটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।' স্কুলের পরিচালক জসিম উদ্দিন বলেন, 'বেড়া ও টিনশেডের স্কুলকক্ষটি পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষতি হয়েছে ১২ লাখ টাকার সম্পদ।' তিনি বলেন, 'শুক্রবার রাতের অধিকাংশ সময় বজ্রবৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে স্কুলঘরও ভেজা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কোনো পদার্থ ব্যবহার করে শত্রুপক্ষ স্কুলঘরটি পুড়িয়ে দিয়েছে।'

কদলপুর ইউপি চেয়ারম্যান তসলিম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'স্কুলের পাশের সামান্য জমি নিয়ে পাশের গরু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। জায়গার বিরোধ নিয়ে শনিবার সকাল ১০টায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল। হয়তো কোনো শত্রুপক্ষ স্কুলে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।' স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, '২০০০ সালে স্কুলটি তিল তিল করে গড়ে তোলা হয় এলাকার নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে। পরে স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সমস্যার কারণে বর্ধিতাংশটি করতে এলাকাবাসীর সাহায্য নেওয়া হয়। এমনকি ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা নিজেরাই শ্রম দিয়ে বর্ধিতাংশটি গড়ে তোলেন। আমরা এ ঘটনা তদন্ত ও দায়ীদের সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

এদিকে স্কুল পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগীসহ এলাকার সাধারণ মানুষ। এর প্রতিবাদে গতকাল সকালে স্কুলের পাশের হাফেজ বজলুর রহমান সড়কে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মফিজুল আলম চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা হাশেম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সরোয়ার আলম চৌধুরী, মোবারক শাহ চৌধুরী, জসিম উদ্দিন, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য, মাওলানা খালেদ আনছারী, মুরাদুল হক চৌধুরী মেম্বার, ফরহাদুর রহমান চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক অনিল কৃষ্ণ দাশ, কমল চক্রবর্তী মেম্বার, শাহজাদা মাকসুদ শাহ প্রমুখ। নিজেদের শ্রম ও অর্থে স্কুলটি গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এ স্কুলে ৬০০ শিক্ষার্থী ও ২০ জন শিক্ষক রয়েছেন। বর্তমানে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুসলিম উদ্দিন চৌধুরী।